তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন)

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে তত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক জারীকৃত তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ সামান্য সংশোধনপূর্বক নবম পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। তথ্য অধিকার আইন সবচেয়ে বড় যা দিয়েছে, তা হলো এটি জনগণকে 'রাষ্ট্রের মালিক'-এর মর্যাদা দিয়েছে। মালিক হিসেবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের পথও তৈরি করে দিয়েছে তথ্য অধিকার আইন। জাতিসংঘ তথ্য অধিকারকে পরশপাথরের সঙ্গে তুলনা করেছে, যার স্পর্শে সবকিছু খাঁটি সোনায় পরিণত হতে পারে। এই আইন জনগণের সঠিক ও ন্যায্য সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে, দুর্নীতির লজ্জাজনক অবস্থান থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে, জনগণের সকল অধিকার প্রাপ্তির পথ সুগম করতে পারে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে, সর্বোপরি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এগুলোর জন্যই তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী আইন।

আইন পাসের পর ২০০৯ সালের ১ জুলাই তথ্য কমিশন গঠিত হয়। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে ১৫ বছর অতিক্রম করেছে। এই সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
১	উপ-ধারা ২(ক)	'আপীল কর্তৃপক্ষ' অর্থ – (অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা (আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান;	'আপীল কর্তৃপক্ষ' অর্থ – (অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের **প্রশাসনিক প্রধানের অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা উক্ত কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হইলে** উক্ত ইউনিট কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা (আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের **প্রশাসনিক প্রধান উক্ত কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হইলে** উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের **অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের** প্রশাসনিক প্রধান; (ই) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাহী প্রধান;	আপীল কর্তৃপক্ষ চিহ্নিতকরণে আবেদনকারীগণ অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। ফলে তা সহজতর করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
স চি বা ল য়
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
২	উপ-ধারা ২(খ)(ই)	কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;	কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ, **সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বা স্থানীয় সরকার** সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;	আইনের প্রস্তাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে **'সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বা স্থানীয় সরকার'** শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩	উপ-ধারা ২(খ)(ঈ)	সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;	সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট বা **সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে এমন** বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;	সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে এমন সব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪	উপ-ধারা ২(খ)(উ)	সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা	সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি **বা উল্লিখিত কোন সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি বা অনুমোদনের শর্ত** মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ও **নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল**;	**'বা উল্লিখিত কোন সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি বা অনুমোদনের শর্ত** শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আওতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের আওতায় নিবন্ধিত এবং নিবন্ধনের সকল শর্ত পরিপালনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এ কারণে রাজনৈতিক দলকে কর্তৃপক্ষের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
৫	উপ-ধারা ২(ঘ)	'তথ্য প্রদান ইউনিট' অর্থ – (অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়; (আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;	'তথ্য প্রদান ইউনিট' অর্থ – (অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় বা **ইউনিয়ন কার্যালয়**; (আ) **অন্যান্য সকল** কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় বা **ইউনিয়ন কার্যালয়;**	সরকারের কোন কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের আওতাধীন **'ইউনিয়ন কার্যালয়'** থাকায় এই কার্যালয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উপ-ধারা ২(ঘ)(অ) তে কোন বেসরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় উপ-ধারা ২(ঘ)(আ) তে **'অন্যান্য সকল'** শব্দ ২টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৬	তথ্যের সংজ্ঞা: উপ-ধারা ২(চ)	'তথ্য' অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন	'তথ্য' অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের	নথির নোট সিট পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নথি পরিচালনকারী প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কে, কি, ভূমিকা পালন করেছেন তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কাজেই নোট সিট তথ্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত না করার শর্তটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিপন্থী বিধায় **'তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।'** এই শর্তটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
		ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।	প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:	
৭	উপ-ধারা ২(ছ)	'তথ্য অধিকার' অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;	'তথ্য অধিকার' অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই **আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্যসহ অনুরোধের ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যাদির অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া, পরিদর্শন করা বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতিতে** তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;	**এই আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্যসহ অনুরোধের ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য** তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৮	**ধারা-৫ (১) তথ্য সংরক্ষণ**	(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।	(ক) এই আইনের অধীনে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, প্রতিটি কর্তৃপক্ষ সকল তথ্যের ক্যাটালগ এবং সূচি প্রস্তুত করিবে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে। (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে রেকর্ডস বলিতে বুঝাইবে। **১) যেকোন নথি এবং পান্ডুলিপি** ২) যেকোনো মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিচ এবং নথির ফ্যাক্সিমাইল কপি; ৩) এই ধরনের মাইক্রোফিল্মে স্থাপিত চিত্র বা চিত্রের প্রতিলিপি (বর্ধিত হউক বা না হউক); এবং	এই পরিবর্তন তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিতে সহায়ক হবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
			৪) কম্পিউটার বা অন্য কোনও ডিভাইস দ্বারা প্রস্তুতকৃত অন্য কোনও উপাদান।	
৯	**ধারা-৫ (২) তথ্য সংরক্ষণ**	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।	২(ক) প্রতিটি কর্তৃপক্ষ, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া গণ্য সমস্ত **তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে** এবং তথ্যের প্রবেশযোগ্যতা সহজতর করিবার জন্য **<u>একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাহাদের সংযুক্ত করিবে।</u>** (খ) কর্তৃপক্ষকে তথ্য এবং রেকর্ডগুলি এমনভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব লইতে হইবে যাহাতে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনের জবাব প্রদান করা সম্ভব হইবে এবং অনুরোধকৃত তথ্য সময়মতো পাওয়া যাইবে। (গ) কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে বর্তমান রেকর্ড ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করিতে হইবে, কেবল সংগ্রহই নয় বরং সঠিক শ্রেণীবিন্যাস করিয়া এবং যথাযথ সংরক্ষণের প্রক্রিয়াও পর্যালোচনা করিতে হইবে। সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই নয়, বরং আলাদভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। (ঘ) কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, একটি দক্ষ রেকর্ড ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অংশ হিসাবে স্পষ্ট, সহজবোধ্য ফাইলিং, শ্রেণীবিভাগ এবং পুনরুদ্ধার পদ্ধতি অনুসারে রেকর্ড তৈরি এবং পরিচালনা করা হইবে।	এই পরিবর্তনের ফলে কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সহজতর করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
১০	ধারা-৬ (১) তথ্য প্রকাশ	(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকা‡Ði সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।	**(১) প্রতিটি কর্তৃপক্ষ <u>সকল তথ্য</u> প্রকাশ ও প্রচার করিবে।** (ক) গৃহীত সিদ্ধান্ত, সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কার্যধারা বা কার্যকলাপ যাহাতে নাগরিকগণ সহজেই তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ পান। (খ) প্রতিষ্ঠানের আইনি ভিত্তি, কার্যাবলী এবং ক্ষমতা যাহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: i. সংগঠন, কার্যাবলী এবং কর্তব্যের বিবরণ: ii. কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ক্ষমতা ও কর্তব্য; iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করিবার পদ্ধতি, যাহার মধ্যে তত্বাবধান এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াসমূহ অন্তর্ভুক্ত; iv. 'কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশিকা, ম্যানুয়েল, নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় সেগুলো সংযোজন করা অত্যাবশ্যক; v. দপ্তরে থাকা বা এর নিয়ন্ত্রণে থাকা দলিলের শ্রেণীবিভাগের বিবরণী;	এই পরিবর্তনের নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১	ধারা-৬ (২) তথ্য প্রকাশ	২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে, কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিবে না বা এর সহজলভ্যতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না এবং প্রকাশ করিবে: **ক) প্রস্তাবিত বাজেট, প্রকৃত আয় ও ব্যয় এবং <u>অন্যান্য আর্থিক তথ্য, সম্পূর্ণ অডিট রিপোর্ট এবং মূল্যায়ন।</u>**	এই পরিবর্তনের ফলে তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত হবে এবং গোপনীয়তা দূর করবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
			(খ) সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, দরপত্র আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড, মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য; চুক্তির পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি, চুক্তির প্রতিবেদন এবং এতদসংক্রান্ত সরকারি তহবিলের অন্যান্য ব্যয়। **(গ) প্রতিটি সংস্থার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট, পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত ব্যয় এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিতরণের বিস্তারিত প্রতিবেদন;** ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল কর্তৃপক্ষ যথাযথ মানদন্ড অনুসরণ করিবে এবং তথ্যের সহজলভ্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা ও হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করিবে যাহা তথ্য কমিশন পরিবীক্ষণ করিবে।	পাশাপাশি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ মনিটরিং এর মাধ্যমে জবাবদিহির বিধান যুক্ত হবে।
১২	ধারা-৬ (৩) তথ্য প্রকাশ	(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথা: ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি; খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণী-বিন্যাস:	(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথা **(ক) এর সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যকলাপ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বের বিবরণ এবং আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ বা এমন সিদ্ধান্ত যাহা সরাসরি জনসাধারণকে প্রভাবিত করিবে;** **(খ)** **i. প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাসিক বেতন-ভাতা, প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ, ভ্রমণ ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, চিকিৎসা ভাতা,** **ii. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা;**	এই পরিবর্তনের ফলে কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক কর্মকান্ড জনগণের সম্মুখে সহজভাবে উপস্থাপনে সহায়ক হবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
		গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তাহার সহিত কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে সেই সকল শর্তের বিবরণ; ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।	**(গ) লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্যান্য সুবিধাসহ যেকোনো পরিষেবা পেতে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন নাগরিক যে শর্তাবলীর অধীনে সেবা পেতে পারেন তাহার বর্ণনা এবং কর্তৃপক্ষকে তাহার সাথে লেনদেন বা চুক্তি করিতে বাধ্য করিবার শর্তাবলীর বর্ণনা, যেমন: নির্দেশিকা, পুস্তিকা, লিফলেট, ফর্মের কপি, ফি এবং সময়সীমা সম্পর্কিত তথ্য।** **(ঘ)** **i. নাগরিকদের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকারী সুবিধাগুলির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণ নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা,** **ii. ভর্তুকি ভাতা সুবিধাভোগীদের তথ্য, ভর্তুকি কর্মসূচির বাস্তবায়ন, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বরাদ্দকৃত পরিমাণ এবং এই ধরনের কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের বিবরণ।** **তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং তথ্যের জন্য অনুরোধ করার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, এ সংক্রান্ত সরকারি সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তির যোগাযোগের তথ্য।**	
১৩	ধারা-৬ (৪) তথ্য প্রকাশ	(৪) কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং, প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করিবে।	(৪) (ক) যদি কর্তৃপক্ষ কোন নীতি প্রণয়ন করে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে তাহারা এই ধরনের সকল নীতি এবং সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনে, এই ধরনের নীতির সমর্থনে কারণ ব্যাখ্যা করিবে।	এই পরিবর্তনের ফলে কর্তৃপক্ষের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
১৩			(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, জনসাধারণের পরামর্শ অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য। (গ) নীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ বা প্রতিনিধিত্বের জন্য বিদ্যমান যেকোনো ব্যবস্থার বিবরণ। (ঘ) বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটিসমূহ (গঠিত বা গঠিতব্য) এবং এই ধরণের সভার কার্যবিবরণী জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইবে যা উক্তরূপ বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটির ও কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে।	
১৪	ধারা-৬ (৫) তথ্য প্রকাশ	(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে **সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য** করিতে হইবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।	(৫) এই ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়াসহ জনসাধারণের তথ্যের জন্য বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে** এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।	এই পরিবর্তনের ফলে কর্তৃপক্ষের দপ্তরে গিয়ে জনগণের তথ্য পরিদর্শন ব্যতিরেকেও ওয়েরসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৫	ধারা-৬ (৬) তথ্য প্রকাশ	(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।	(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনসাধারণের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।	এই পরিবর্তনের ফলে জনগণ প্রকাশিত প্রকাশনার মূল্য সম্পর্কে সহজে অবহিত হতে পারবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
১৬	ধারা-৬ (৭) তথ্য প্রকাশ	(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করিবে।	**(৭) কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থের বিষয়গুলি প্রেস নোটের মাধ্যমে অথবা ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া পেজসহ অন্য কোনও মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করিবে।**	কর্তৃপক্ষের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী জনগণের কাছে সহজলভ্য হবে বিধায় প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৭	**ধারা ৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।** - এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ **জনস্বার্থের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাপূর্বক** কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা:			
	(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য এবং কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে এতদ্বিষয়ে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;			
	(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;			
	(গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে- (অ) কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, **কপিরাইট, বাণিজ্যিক নাম, পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেড-মার্ক, জিআই বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য এবং** (আ) কৌশলগত কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ **কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন বা আবিষ্কার** সম্পর্কিত তথ্য;			
	(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা: (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (ঈ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;			
	(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে- (অ) প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে; বা (আ) জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে; বা (ই) কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে; বা (ঈ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; বা (উ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;			
	(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে- (অ) বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে; বা (আ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;			

	(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে- (অ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য এবং (আ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;			
	(জ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;			
	(ঝ) কোন ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য; তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয় কার্যক্রমের শুরু হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা অনুসারে প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি প্রকাশ করিতে হইবে; এবং			
	(ঞ) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য: তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ **সিদ্ধান্ত** ও সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে: আরো শর্ত থাকে যে, এই **উপ-ধারার** অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।			
১৮	উপ-ধারা ৯(১)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর **যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ২০ (বিশ) দিনের** মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।	যত দ্রুত সম্ভব তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে অত্র সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৯	উপ-ধারা ৯(২)	উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।	উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে **যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের** মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।	যত দ্রুত সম্ভব তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে অত্র সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
২০	উপ-ধারা ৯(৩)	উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদনপ্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।	উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া **যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ১০ (দশ) দিনের** মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।	যত দ্রুত সম্ভব তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে অত্র সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অপারগতার সর্বোচ্চ সময়সীমা কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।
২১	উপ-ধারা ৯(৯)	ধারা ৭-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।	ধারা ৭-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিবেন।	তথ্য যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব কার উপর অর্পিত তা উল্লেখিত না থাকায় কে এই দায়িত্ব পালন করবেন তা স্পষ্ট করা হয়েছে। কাজেই তথ্য যাচাই-বাছাই করে পৃথক করার এই দায়িত্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
২২	উপ-ধারা ১০(১), (২) ও (৩) উপ-ধারার শেষে বাক্য সংযোজন		**তবে উপর্যুক্ত ক্ষেত্রসমূহে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তথ্য প্রদান ইউনিট তথা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা হলে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে বিবেচিত হইবেন।**	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা হলে তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় উক্ত ৩টি উপধারার শেষে বাক্যটি সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৩	ধারা ১১(১)	**তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।**– (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।	**তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।**– (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন **বাংলাদেশ** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য কমিশন থাকায় তথ্য কমিশনের অধিক্ষেত্র সুস্পষ্ট করা এবং বাংলাদেশের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর সাথে মিল রেখে দেশের নাম সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৪	ধারা ১১(২)	তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।	তথ্য কমিশন একটি **সাংবিধানিক** স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।	তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তথা প্রতিটি কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশে গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য তথ্য কমিশন যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসকল উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনকে একটি **সাংবিধানিক স্বাধীন সংস্থা** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
২৫	উপ-ধারা ১৩ (৩)(ক)	কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা।	কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য **প্রথমত: সমন জারী ও সমন জারীর পরও হাজির না হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমন** জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক **সাক্ষ্য** বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা।	বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করা হয়েছে। অনেক সময় সমন জারীর পরও প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাগণ কোনরূপ যোগাযোগ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকেন। এতে অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৬	ধারা ১৪ বাছাই কমিটি উপ-ধারা ১৪(১)(গ) এর শেষে শব্দগুলো সংযোজন	(গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;	(গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য; **তবে সংসদ কার্যকর না থাকিলে বাছাই কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারপতি এবং তথ্য অধিকার ফোরাম কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;**	প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিগণ যাতে কমিশনে যথাসময়ে নিয়োগ পান তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপ-ধারা ১৪(১)(গ) এর শেষে **'তবে সংসদ কার্যকর না থাকিলে বাছাই কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারপতি এবং তথ্য অধিকার ফোরাম কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;'** শব্দগুলো সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
২৭	উপ-ধারা ১৪(৪)	বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।	বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে **নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন** ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে। **নিয়োগের যোগ্যতা:** **(ক) তাহাকে বাংলাদেশের একক নাগরিক হইতে হইবে।** **(খ) কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বিচার বিভাগীয়, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি পদে অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসর কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে।**	প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত **তাদের নিয়োগের যোগ্যতা** সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
২৮	উপ-ধারা ১৫(৭) এর পর নতুন উপধারা ১৫(৮) সংযোজন	-	**প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণের পদ শূন্য হইলে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে প্রধান তথ্য কমিশনার বা ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার নিয়োগ করিতে হইবে।**	যথাসময়ে নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপ-ধারা ১৫(৭) এর পর **নতুন উপধারা ১৫(৮) সংযোজন** করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৯	উপ-ধারা ১৬(১)	**প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ।**– (১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত **প্রদান** তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।	**প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ।**– (১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত **প্রধান** তথ্য কমিশনার বা অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।	করণিক ভুল প্রদান বানানটি শুদ্ধ করে **প্রধান** করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
৩০	ধারা ১৭	**তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।**–প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি **সরকার কর্তৃক** নির্ধারিত হইবে।	**তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।**–প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি **যথাক্রমে আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের অনুরূপ** নির্ধারিত হইবে।	তথ্য কমিশনারগণের অপসারণের কারণ ও পদ্ধতি সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক অপসারণের কারণ ও পদ্ধতির অনুরূপ হওয়ায় তাঁদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিও অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন এবং অন্যান্য কমিশন বিশেষত: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু, তাঁদের পদমর্যাদা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হলে জনমনে বিশেষত: অভিযোগকারী এবং তথ্য সরবরাহকারীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।
৩১	ধারা ২৩(১)	তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।	**সরকারের সচিব পদমর্যাদায়** তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।	**তথ্য কমিশনের সচিব পদে নিয়োগের যোগ্যতা** এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর সাথে মিল রেখে সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩২	উপ-ধারা ২৪ (৪)	উপ-ধারা ২৪(৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশপ্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমতে উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।	উপ-ধারা ২৪(৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির **পর উপ-ধারা (১) ও (২) এর ক্ষেত্রে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এবং উপ-ধারা (৪) এর ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার মধ্যে** আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।	আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রাপ্তির পর **যত দ্রত সম্ভব তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে** অত্র সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
৩৩	উপ-ধারা ২৫(৪)	কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।	কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা **আপীল কর্তৃপক্ষ** বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা **আপীল কর্তৃপক্ষ** বা ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।	**আপীল কর্তৃপক্ষকে অধিকতর দায়বদ্ধ করার জন্য** এই সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৪	উপ-ধারা ২৫(১১)(খ)	এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;	**কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আপীল কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** এই আইনে বর্ণিত কোন দায়িত্ব **যথাসময়ে পালন না করিলে** জরিমানা আরোপ করা;	এই আইনের বিভিন্ন ধারায় কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হলেও ২৭ ধারায় শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করার বিধান করা হয়েছে যা ন্যায়বিচার পরিপন্থী। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করার জন্য বাধা সৃষ্টিকারীকে শাস্তি না দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। কাজেই **কর্তৃপক্ষ এবং আপীল কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে জবাবদিহির আওতায়** এনে জরিমানা আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
৩৫	উপ-ধারা ২৭(১)	২৭। **জরিমানা, ইত্যাদি।**– (১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা– (ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;	**২৭। জরিমানা, ইত্যাদি।**– (১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা **বা, ক্ষেত্রমত, কোন আপীল কর্মকর্তা–** (ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। আপীল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আপীল কর্মকর্তার বিধায় **'বা, ক্ষেত্রমত, কোন আপীল কর্মকর্তা'** শব্দগুলো এই ধারার প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৬	উপ-ধারা ২৭(১)(ঙ) এর সংশোধন	কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন– তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।	কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন– তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত **বা আপীল কর্মকর্তার** উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য **২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)** টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই **২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)** টাকার অধিক হইবে না।	**জরিমানার পরিমাণ নগণ্য হওয়ায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব** করা হইয়াছে। অধিকন্তু, আপীল কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার উপর অনুরূপ জরিমানা আরোপ করার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org

ক্রম নং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ প্রণীত ধারাসমূহ	ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ	বিবেচ্য ধারাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	সংশোধনীর যৌক্তিকতা
৩৭		(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপএ বর্ণিত (১) ধারাকার্য করিয়া কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপএ উপরিল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট (২) ধারা কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।	(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্য দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহলে উপ-ধারা (২) এর অধীন **জরিমানা আরোপের পাশাপাশি তা অসদাচরন গণ্য করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে পারিবেন,** এবং কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।	

পরিশেষে উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারাসহ অন্যান্য ধারা/উপ-ধারাসমূহের প্রস্তাবিত সংশোধন এবং সরকারী গোপনীয়তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধক আইনসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ বিলুপ্তকরণ জরুরি।

স চি বা ল য়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
প্লট # ৩ ও ৪, হাজী রোড, এভিনিউ # ৩, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০
ওয়েবসাইট : www.manusherjonno.org